কাম্যু ও সার্ত্র : মৈত্রী ও মনান্তর

রবিন পাল

বয়সে কাম্যু সার্ত্রের থেকে আট বছরের ছোট। জন্মের পরের বছরে কাম্যু এবং দ্বিতীয় বছরে সার্ত্র পিতা-হারা হন। কাম্যুর জন্ম আলজিরিয়ায়, যদিও ফরাসী সাহিত্যেই তাঁর সম্মানিত আসন। দুজনেই দর্শন শাস্ত্র পড়েছেন ছাত্র হিসেবে, পত্রিকা চালিয়েছেন। দুজনেই উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, দুজনেরই মৌলিক দর্শনচিন্তা বহু আলোচিত, জগৎবিখ্যাত, এমনকি বাংলা অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। দুজনেই কিছুকালের জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আবার দূরে সরে গিয়েছেন। বোধহয় পঞ্চাশের দশকে বাংলায়, পথসন্ধানী যুবকবৃন্দের কাছে কাম্যু ও সার্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, বিশেষ সংখ্যা এবং বিস্তর প্রবন্ধের কথা আমাদের মনে পড়বে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে সৈনিক পত্রিকা Combat হয়ে উঠেছিল পরিবর্তনকামী যুবচিন্তার নীতিনির্দেশক। সে সময়ের বন্ধু সার্ত্র, সময়ের যাদু বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন - কাম্যু হল ব্যক্তিত্বের, কর্মের, রচনার সমন্বিত রূপ। ফ্রান্স ও পৃথিবী সম্পর্কে এত আশাবাদী সে সময় আর কেউ ছিলেন না। সে সময় কাম্যু ব্যাপৃত ছিলেন স্পেনীয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী নির্বাসিতদের প্রতি, স্টালিনবাদের কোপে পড়া মানুষজনের প্রতি অসম আচরণের তিনিই প্রথম প্রতিবাদ করেন। নোবেল পুরস্কার দেবার সময় সুইডিস অ্যাকাদেমিও বলেছিল কাম্যু পুরস্কৃত হচ্ছে foremost literary antagonists of totaliarianism হিসেবে।

Alger Republicationামের দৈনিক পত্রিকায় কাম্যু যখন চাকরি করতেন তখন সে কাগজে Salon de lecture নামে একটি স্তম্ভ তিনি নিয়মিত লিখতেন। লেখাগুলি প্রধানতঃ বইপত্র নিয়ে, তবে বইপত্রের রাজনীতি নয়, লেখাগুলোর সজীব স্বভাব নিয়েই। এখানে তিনি আলোচনা করে আলডুস হাস্কলি, জিদ, হোর্খে আমাদু, জাঁ জিরাদুর লেখা নিয়ে। সার্ত্রের La Nausee এবং Le Mur -ও এই স্তম্ভে আলোচিত হয়েছিল।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গালিমার প্রকাশ করল L'Etranger বা অচেনা বা আগন্তুক। কাম্যু এই ১৯৪২ -এর শেষ দিকেই আলজিরিয়া ছেড়ে যোগ দিচ্ছেন ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে, Combat নামের গুপ্ত পত্রিকার সম্পাদক হচ্ছেন, ১৯৪২-৪৩ এ বারংবার আক্রান্ত হচ্ছেন যক্ষ্মা রোগে। ১৯৪৩-এ প্রকাশ পচ্ছে Le Mythe de Sisyphe বা সিসিফাসের মিথ, পারীতে গালিমার প্রকাশনার সম্পাদক হিসেবে তিনি চাকরি পাচ্ছেন। Comoedia নামে একটি বিখ্যাত পত্রিকা বেরুত পারী থেকে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'অচেনা' নামের উপন্যাসটিকে স্বাগত জানেনো হল পত্রিকাটির প্রথম দুটি পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে, লিখলেন । Marcel Arland আর্লাঁ-র রচনায় প্রশংসা সূত্রে শার্লো, গ্রেনিয়ে এবং সার্ত্রর রচনার কথাও এসেছিল। এটা হল ১৯৪২ সালের ১১ই জুলাই এর লেখা। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সার্ত্র Cahiers du Sud পত্রিকাতে একটি বিরাট প্রবন্ধ লিখলেন Explication de L'Etranger নামে। এই ২৯টি ফুট নোট সমন্বিত প্রবন্ধটি কাম্যুকে বিদগ্ধজনের দরবারে হাজির করল। সার্ত্রে বুঝেছিলেন 'অচেনা' নামের উপন্যাস এবং 'সিসিফাসের মিথ' নামের প্রবন্ধের যোগসূত্র, তিনি অনুভব করেছিলেন 'মিথ' প্রবন্ধের অ্যাবসার্ড উপন্যাস বিষয়ক তত্ত্ব কাম্যুর এই উপন্যাসটি বুঝতে (অচেনা) সাহায্য করবে। সার্ত্র মন্তব্য করেন - 'অচেনা এক ধ্রুপদী রচনা, বিশিষ্ট রচনা, অ্যাবসার্ড বিষয়ক আবার অ্যাবসার্ড বিরোধী-ও তিনি বলেন -একটি ছোট্ট নীতিপ্রবণ উপন্যাস, যা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ভলতেয়ার - এর একটি গল্প। কেউ কেউ বলেছিলেন -'অচেনা' হল বিষয়ে কাফকা ধাঁচের লেখা, কিন্তু হেমিংওয়ে রীতিতে লেখা। এটা কি ব্যাপার? এ মতের বিরোধী ছিলেন সার্ত্র। তাঁর কথা হল - মি. কাম্যুর মতামত এক্কেবারে মৃত্তিকাস্পর্শী। কাম্যু যদি আমেরিকান উপন্যাস রীতি ব্যবহার করেও থাকেন, সে রীতির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এই কাইয়ে দু সুদ পত্রিকায় ওই একই সংখ্যায় জ্যাঁ গ্রেনিয়ে 'অচেনা' উপন্যাসটির একটি ছোট্ট আলোচনা রাখেন, যাতে লেখকের আলজেবীয় অতীত জীবনের উল্লেখ ছিল। (এই গ্রেনিয়ে-র কথা পরে আবার বলতে হবে আমাদের) আর Fontaine পত্রিকায় ম্যাক্স পল ফুচে লিখলেন - 'অচেনা' উপন্যাস সূত্রে কাম্যু সাম্প্রতিক উপ্যন্যাস জগতের শীর্ষে জায়গা করে নেন, যে পথ গিয়েছে সেলিনকে অতিক্রম করে মলরো -র দিকে, শেষ হয়েছে জাঁ পল সার্ত্র-এ এসে, আর ওই পূর্বোক্ত উপন্যাস ফরাসী উপন্যাসে নিয়ে এসেছে নতুন বিষয়, নতুন শৈলী'। অবশ্য আঁরি হেল-এর মনে হয়েছিল এ উপন্যাসে কাম্যুর অবদান সচতেনভাবে সাহিত্যিক, সার্ত্র-র La Nausee এর ধাঁচের, আর মন্তব্য করেন যে শুধু কাফকার নয়, চেস্টভ (Chestov) এর প্রভাবও আছে, কিয়ের্কগার্ড -এর প্রভাবও আছে, এই বই ফ্রান্সে কিয়েকগার্ড -কে ধরে আনার চিহ্ন বহন করল। শৈলীতে অবশ্য তিনি পেয়েছেন আমেরিকান প্রভাব। যেমন - জন ডস প্যত্রাসোস-এর প্রভাব, যেটা, তাঁর মনে হয়েছিল কাম্যুর রচনায় মানানসই হয় বেশী মাত্রায়। তাই কি? আমরা খেয়ালে রাখব আর্লান্ড কাজ করেছে কাম্যুর প্রকাশকের হয়ে, আর্লান্ড আবার গ্রেনিয়ের -এর বন্ধু। সার্ত্র গালিমার কোম্পানীর লেখক, গ্রেনিয়ের গালিমারের লেখক আবার কাম্যুর বন্ধু, হেল-ও বন্ধু। এভাবে কাম্যু তৎকালীন ফরাসী প্রকাশনা, বিশিষ্ট সমালোচক, বিশিষ্ট লেখকদের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তবে যুদ্ধের সংকটে 'অচেনা' বেস্ট সেলার হয় নি। আর রেলপথে স্থানান্তরে যাবার সময় সিমন দ্য বুভোয়া লক্ষ্য করেছেন সহযাত্রীরা 'অচেনা' এবং সার্ত্রর 'বিবমির্ষার তুলনামূলক আলোচনা করছে।

১৯৪৩ সালের ১লা জুন কাম্যু আবার ফিরলেন পারীতে। জাঁ গ্রেনিয়ে, গাব্রিয়েল আউদিসিয়ো জানতেন কাম্যু ফিরে আসছেন পারীতে। এ সময় সার্ত্র-র বিখ্যাত নাটক Les Mouches বা মাছি প্রকাশ হল। এই সূত্রে আলাপ হল কাম্যু ও সার্ত্র-র - তৈরি হল দুজনের কিম্ভূতকিমাকার সম্পর্ক আর সার্ত্র তখনই প্রায় - বিখ্যাত। সে সময় সার্ত্র গালিমার কোম্পানীর লেখক, কাম্যুর কাছে মানুষ, সার্ত্রর দর্শন সক্রিয়তার, তাঁর অবস্থান রাজনৈতিক, তিনি একই সঙ্গে শিক্ষক এবং পথের মানুষ। সমালোচকরা বলছেন - সার্ত্র তাঁর সম সময়ের দ্ব্যর্থতার অংশভাগী।

অবরুদ্ধ ফ্রান্সের এই সময়টায় সার্ত্র লিখলেন Huis Clos বা 'ফেরা যায় না' (১৯৪৪) এক ওষুধ কোম্পানীর কর্তার পত্রিকার জন্য। তারাই ছাপালো কাম্যুর কাফকা বিষয়ক প্রবন্ধটি যা সিসিফাসের মিথ বইটির অংশ, যা সেন্সর ছাপতে দেয় নি। এই ওষুধ কোম্পানীর কর্তা চাইছিলেন একটা নতুন নাটক তাঁর বৌ এর জন্য, যিনি আবার সার্ত্র ও বুভোয়া-র বন্ধু, যে মহিলা অভিনয় শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন। মহিলা চাইছিলেন কম খরচের একটি নাটক, যা নিয়ে ফ্রান্সের এখানে সেখানে যাওয়া যাবে, তার নিজের পারদর্শিতাও তুলে ধরা হবে। 'ফেরা যায় না' হল সেই নাটক।

কাফে দ্য ফ্লোর-এ বৈঠকে সার্ত্র পরামর্শ এই নাটক পরিচালনার দায়িত্ব কাম্যুকে দিতে, এমনকি কাম্যুকে প্রধান চরিত্রে অভিনয়

করাতে। ইতঃস্ততঃ করছিলেন কাম্যু, শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। শীগগীরই সিমন দ্য বুভোয়া-র ঘরে (হোটেল লুইসিয়ান-এ) মহলা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু মহিলা (প্রযোজক) গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় (তার বন্ধুরা প্রতিরোধ আগ্রহী হলেন, তখন কাম্যু নিষ্কৃতি চাইলেন পরিচালক হ। কারণ পেশাদার অভিনেতাদের চালনার পারদর্শিতা তার নেই, পারীর গণমান্য মঞ্চে নাট্য পরিচালনার অভিজ্ঞতাও নেই - এই দুই অজুহাতে। কিন্তু এই সময় থেকে সার্ত্র - বুভোয়া দম্পতি এবং তাঁদের গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে এখানে ওখানে প্রায়ই কাম্যুকে দেখা যেতে লাগল। স্থানীয় পুষ্পপ্রদর্শনীতে, আমোদ অনুষ্ঠানে, বুভোয়া আয়োজিত ডিনারে। বুভোযা তাঁর এ সময়কার স্মৃতিকথায় কাম্যু সম্পর্কে লেখেন - 'তাঁর তারুণ্য, তাঁর স্বাধীনচিত্ততা নিয়ে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন; আমরা সবাই তো বিকশিত হয়েছিলাম এক সূত্রে, সঙ্ঘবদ্ধতায়, তবে একটা কোনো আদর্শে বদ্ধ ছিলাম না। আমাদের বাড়িঘর ছিল না, যাকে মিলিয়ু বলি তা ছিল না... তিনি খ্যাতি, সাফল্য সব কিছুকে ক্ষুধার সামগ্রী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন, এবং তা গোপন করেন নি। ...খুব সরল সহজ হাসি খুশি মানুষ ছিলেন। ...এক নির্বিকারত্ব ও উৎসাহ মিশিয়ে, কুশ্রিতার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সবাই ইংলন্ডে আগত রেডিও বি. বি. সি. শুনতেন, যুদ্ধ সংবাদ বিনিময় করতেন, চার পাশের ঘটনা নিয়ে অনুভব বিনিময় করতেন। বিরোধী সিস্টেম, মতাদর্শ, মানুষ - সব কিছুর প্রতিপক্ষ হিসেবে চিরকাল একত্রিত থাকার শপথ নিতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - তাঁরা Encyclopedie de la Pleiade এর নীতিবিষয়ক খন্ডটি লেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন (তাঁরা বলতে কাম্যু, সার্ত্র, বুভোয়া, মার্লো পন্টি) সার্ত্র একটা পত্রিকা সব বন্ধুরা মিলে বার করবেন ঠিক করেছিলেন। কাম্যু - ও সার্ত্রর ও ভারী (সব অর্থেই) দার্শনিক গ্রন্থ -'সত্তা ও শূন্যতা' পড়তে শুরু করে দিলেন। দুজনেই গ্যালিমার কোম্পানীর একটি পুরস্কার কমিটির জুরী নির্বাচিত হলেন। শীগগীরই মিচেল লেইরিস ঠিক করলেন পিকাসোর 1920 Desir attrape Par la Queue (১৯২০ তে পরাবাস্তববাদী ভঙ্গিতে লেখা) পাঠ অনুষ্ঠান করা হবে। কাম্যুকে দায়িত্ব দেওয়া হল। কাম্যুর হাতে একটি বেত, তা মেঝেতে আঘাত করে দৃশ্য বদল, অভিনেতা পরিচিতি করা হত। লেইরিসের ঘরে অনুষ্ঠান, তাতে পাঠে অংশ নিলেন - সার্ত্র ও বুভোয়া। বুভোয়া জানান সার্ত্র, তিনি ও কাম্যু ব্যাপারটা মজার হিসেবেই দেখেন, পুরোনো পরাবাস্তববাদীরা এটাকে সিরিয়াস অনুষ্ঠান হিসেবে নেন। সারারাতের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন - পিকাসো ও ব্রাক। সকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান, তখন কারফিউ উঠে যাবে।

'কমব্যাট' পত্রিকার কাজ শুরু ১৯৪২ সালে। এটি গুপ্ত সংবাদ পত্র হবার আগে ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনের আড়াল করা কাগজ। একটা জার্মান বিরোধী যুদ্ধমনস্কতা মাত্র ছিল এই কাগজের। পারীর এই সময়টায় কাম্যু লুকিয়ে থাকা কর্মীদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে যোগাযোগকারী থেকে হয়ে ওঠেন দায়বদ্ধ সক্রিয় কর্মী, ঝুঁকি নিতে হত অনেক। কাম্যু সার্ত্র, সার্ত্র-র বন্ধু বোস্ট, দিয়োনিস প্রভৃতিকে নিয়ে এলেন 'কমব্যাট' পত্রিকায়। প্রত্যেককেই বলা হলেছিল দরকার হলে কাজ করতে হবে। গালিমার কোম্পানিতে কাজ করা তো চলছে। সার্ত্র ও লেইরিসকে নিয়ে কাম্যু পার্টিতে যাচ্ছেন, মদ খেতে যাচ্ছেন অন্য সাহিত্যিকের সঙ্গেও। একই সঙ্গে 'প্লেগ' লেখা চলছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই কাম্যুর সঙ্গে যখন C N E -র (Comite Naciona Des Ecrivans) মত বিরোধ শুরু হল তখন বেনামা একটি কাগজ ছড়িয়ে দেওয়া হল পারীর এখানে সেখানে, যাতে বলা হল - অস্তিত্ববাদী লেখকরা - ছদ্ম প্রতিরোধ আন্দোলনকারী। চারজন লেখকের কথা বলা হল তাতে, উন্মোচিত হল পুলিস ও জার্মানদের কাছে চারজনের প্রতিরোধ সক্রিয়তা। তাঁরা চারজন হলেন - সার্ত্র, কাম্যু, লেসকুর, আঁদ্রে ফ্রেনো। কেউ কেউ অনুমান করেন - কম্যুনিস্টরাই এই অনামা কাগজটি ছড়িয়ে দেয়।

১৯৪৪ সালের ৫ই জুন, অভিনেত্রী মারিয়ার সঙ্গে কাম্যু পরিচয় করিয়ে দিলেন সার্ত্র ও বুভোয়ার সঙ্গে, অন্য এক বন্ধুর বাসায়। এখানে সার্ত্রর বন্ধুবান্ধবরা কবিতা পাঠ, নৃত্য, রেকর্ড শোনা এসব করে কারফিউর রাত কাবার করে দিচ্ছেন। যখন আমোদ আল্লাদ হচ্ছে তখনই আমেরিকান পারাশুট বোমা ফেলল পারীর কাছে।

কাম্যু রচিত Le Malentendu নাটকের অভিনয় দেখে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া হয় নানা ধরনের। দর্শকদের একাংশ চেঁচামেচি করেছে, কারণ কাম্যু তো নাজী বিরোধী বলে, প্রতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী - একারণে। সার্ত্র এবং বুভোয়া দুজনেই উদ্বোধন রাত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মনেও নাটকটি নিয়ে উচ্চাশা ছিল না যথেষ্ট। নাটকটির অসাফল্য সত্ত্বেও বুভোয়া তাঁর স্মৃতিকথার লেখেন - 'আমাদের বন্ধুত্ব তবু অক্ষুণ্ণ ছিলই।' এদিকে কাম্যুর বন্ধু বান্ধবদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার হতেই কাম্যু ও তাঁর দুই বন্ধু সাইকেলে পারীর বাইরে চলে যান, সার্ত্র এবং বুভোয়াকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়। তাঁরাও শহর ছেড়ে বাইরে চলে যান। এর কিছুদিন পর অবশ্য কাম্যু, সার্ত্র, বুভোয়া-র ফিরে আসা। প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতারা একমত - পারীকে মুক্ত করতেই হবে। তখন যাবতীয় অব্যস্থার মুখোমুখি রেখে জার্মানদের আসর গোটানোর পালা। সার্ত্র তখন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত। এ সময়ই 'কমব্যাট' পত্রিকা অফিসে সার্ত্র ও বুভোয়া চলেছেন কাম্যুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সীন নদীর কাছাকাছি আসতেই দেখলেন রাস্তাঘাট জনশূন্য, বুলেট উড়ছে। তাঁরা কোনোক্রমে যখন পত্রিকারর অফিসের কাছে পৌঁছলেন তখন দেখা গেল তরুণরা মেশিনগান হাতে অফিস ফটক পাহারা দিচ্ছে।

পারী মুক্ত হবার পর সার্ত্র তাঁর যুদ্ধকালীন স্বপ্নকে রূপ দিতে একা পত্রিকা বার করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কাম্যু তখন 'কমব্যাট' পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত তাই Les Temps Moderns সম্পাদকমন্ডলীর অংশভূত না হতে পারলেও সার্ত্রগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠই থাকলেন। কাম্যু সার্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন, বুভোয়া পর্তুগালে গেলে একগুচ্ছ লেখা সেখান থেকে লেখার ও পাঠাবার উদ্যোগ নিচ্ছেন (সে লেখা ছদ্মনামে বেরোয়। সার্ত্র এবং বুভোয়া জার্মান সহযোগী ফরাসীদের বিচার সম্পর্কে কাম্যুর মতের পক্ষপাতী ছিলেন। এদিকে কাম্যু সার্ত্র গোষ্ঠীর একাধিক বন্ধুর চাকরির চেষ্টা করছেন, বই প্রকাশে গালিমার মারফৎ উদ্যোগ নিচ্ছেন।

১৯৪৬ সাল থেকেই পট পরিবর্তন হতে শুরু করে। কোয়েসলার হাজির হন। তিনি সার্ত্র ও কাম্যুকে সোভিয়েত বিষয়ে নরম মনোভাবের জন্য সমালোচনা করেন। মালবোর বাড়িতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আরো আলোচনা হয়। এরপর একটা পার্টিতে কাম্যু মার্লো পন্টিকে সমালোচনা করেন কোয়েসলারকে ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ করার জন্য। মস্কোতে তখন যে বিচার মামলা চলছিল কাম্যু তাঁর বিরুদ্ধে, মার্লো পন্টি এই বিচার সমর্থন করলে কাম্যু তাঁকে সমালোচনা করেন। সার্ত্র মার্লো পন্টির কথার সমর্থক। রেগে অস্থির হয়ে দরজা দড়াম করে খুলে কাম্যু বেরিয়ে পড়েন। সার্ত্র এবং বাস্ট রাস্তায় বেরিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকেন, কিন্তু তিনি ফিরতে চাইলেন না। বুভোয়া মন্তব্য করেছেন। তখন নাকি কাম্যু ভয় পাচ্ছিলেন তাঁর স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে আসছে ভেবে। 'অচেনা' সাফল্য পাওয়ায়, প্রতিরোধ সংগ্রাম সফল হওয়ায় কাম্যু না কি ভাবছেন যে যা তিনি ধরবেন তাতেই তিনি সফল হবেন। সোভিয়েত প্রশ্নে এই বন্ধুত্বে ফাটল ধরে গেল।

এর পরের রাজনৈতিক ঘটনা প্রজাতান্ত্রিক স্পেনকে নিয়ে। প্রজাতান্ত্রিক স্পেন থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের রক্ষায় কাম্যু উদ্যোগ নেন। তাঁর আবেদন পত্রে (১৯৪৯, ২০ শে আগষ্ট) সই দেন আরো অনেকের সঙ্গে সার্ত্র - ও। শরণার্থী মানুষজন অনুষ্ঠান করে কাম্যুকে অভিনন্দিত করেন। ১৯৫০ র জানুয়ারি empedocle পত্রিকাটি প্রকাশ করল ফরাসী লেখকদের সম্পর্কে সোভিয়েতের

সমালোচনা, যাতে Novy Mir পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হল, যাতে কাম্যুকে বলা হয়েছে - 'অবক্ষয়ী ব্যক্তিত্ববাদের প্রচারক।' তাঁর রচনায় তাঁরা পেলেন - nihilistic sophistries, তবে, সোভিয়েত নিন্দা করেনি সাত্র ও বোভোয়া কে। আক্রমণ শুধু সোভিয়েত থেকে নয়, স্বদেশী la jeunesse intellectuelle কাগজে (যা ছিল দ্যগল পন্থী কাগজ) এক তরুণ থেকে বামপন্থী লেখকদের, বিশেষ করে কাম্যুর খুবই নিন্দে করলেন। প্রসঙ্গ -অধিকার পন্থীদের বিচার বিষয়ে কাম্যুর নীরবতা। তবে এই তরুণ লেখক খেয়াল করেননি - কাম্যুর মারাত্মক অসুস্থতা।

এরপর আমরা দেখব নোবেল পুরস্কারের জন্য কাম্যুর নাম উঠতে থাকে। Les justes (১৯৫০) এর ড্রেস রিহার্সাল হয়ে গেল, নাট্যকার ভীষণ অসুস্থ। প্রথম রজনীতে সার্ত্র এবং বুভোয়া তাঁকে অভিনন্দিত করেন। একজন মহিলা দৌড়ে এসে বলেছিলেন - এ নাটকটা সার্ত্র -র এর Les Mains Sales থেকে বেশি ভাল লাগে। সার্ত্র যে পাশে দাঁড়িয়ে, মহিলা খেয়াল করেন নি। কাম্যু হাসলেন সার্ত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে। বুভোয়া-র মন্তব্য - কাম্যু কখনই সার্ত্রের শিষ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে নারাজ। ১৯৫০ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাম্যু গ্রীক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগ রাখছিলেন গ্রীক বুদ্ধিজীবিদের বন্দীশালায় রাখার বিরুদ্ধে, শাস্তি কমানোর পক্ষে। ১৯৫০ র ডিসেম্বরে আবেদপত্রে সাক্ষর করেন বিশিষ্ট ফরাসী লেখকবৃন্দ - কাম্যু, সার্ত্র প্রমুখ। কাম্যু দেখছিলেন তাঁর এ সব কাজে সমর্থক তাঁরি যা অ-স্তালিনীয় বাম, নৈরাজ্যবাদী, বিপ্লবী সিন্ডিক্যালিস্ট, বিবেকবান প্রতিবাদী। তাঁরা L'Homme revolte তে পাচ্ছিলেন বিংশ শতাব্দীর পুলিশ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতা, অদ্ভুতত্ব এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এই বই থেকে পাচ্ছিলেন এক ধরনের বিবেকী সমর্থন। এই উল্লিখিত বইটি লেখার সময়ই চীন মাথা গলাচ্ছে কোরীয় যুদ্ধে, সিওলে দেশত্যাগের নির্দেশ আসছে, ফ্রান্সে থেকে গেছে যুদ্ধ জ্বর। বুদ্ধিজীবিরা আশঙ্কায় - সোভিয়েত কি তাদের দেশ আক্রমণ করতে পারে। এক কাফেতে কাম্যুও নাকি এমন প্রশ্ন করেন সার্ত্রকে। যদি রুশরা আসে তাহলে তিনি কি করবেন? পাল্টা প্রশ্নে কাম্যু বলেন - জার্মান আগ্রাসনে তিনি যা করেছিলেন তাই করবেন। এই বছরই কাম্যু - সার্ত্র বন্ধুত্ব আর একবার ঝলকানি দিয়ে উঠেছিল সার্ত্রর নাটক Le Diable et le Bon Dieu উপলক্ষ করে, কারণ মারিয়া কাসারে-র বড়ো এক পার্ট ছিল। প্রথম রাজনীতে কাম্যু, কাসারে, সার্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে নৈশ ভোজে যান, কিন্তু বুভোয়ার মতে উষ্ণতা জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হয়।

এই পঞ্চাশের শেষের দিকেই কাম্যুর সঙ্গে পরাবাস্তবাদীদের যুদ্ধ লাগে। এই সঙ্গে Le Monde পত্রিকায় এমিল আঁরিয়ট, ফরাসী আকাদেমির সদস্য, স্যাঁত জাস্ট বিষয়ে কাম্যুর প্রশংসার সমালোচনা করেন, কারণ স্যাঁত ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের বিরোধী। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীরা L'Homme revole র প্রশংসা করলেন এই বলে যে বইটি জাতীয়তাবাদ এবং ঈশ্বর বিষয়ে স্বাস্থ্যকর প্রত্যাবর্তন দেখাচ্ছে। কাম্যুও দেখাচ্ছিলেন - কিভাবে বিপ্লবী আদর্শবাদ সূত্র সমষ্টিতে পর্যবসিত, সূত্র কিভাবে পুলিসী আতঙ্ক আনছে, কাম্যু এইভাবে কম্যুনিস্ট অ্যান্টি কম্যুনিস্ট মতদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছিলেন। আলজিরিয়ায় মায়ের শয্যার পাশে বসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই বিতর্ক তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তুলছে, ঠিক করছেন তিনি আর প্রকাশ্য বিতর্কে নিজেকে জড়াবেন না। কিন্তু ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ব্যাপারটা অব্যাহত থেকেই গেল। 'অদ্ভুত ব্যাপারটা হল এই যে আলবের কাম্যু কম্যুনিস্ট পার্টিতে তেমন গুরুত্ব পান নি, পদে অধিষ্ঠিত হন নি, কিন্তু আলজিরিয়র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি সবচেয়ে পরিচিত কম্যুনিস্ট (যদিও গুপ্ত সদস্য)। কাম্যুর পার্টি কাজ, সত্য বলে গেলে, সেল মিটিং, যা উপরিতলের নেতা নির্দেশে, তা প্রকাশ্য কাজের মতো গুরুত্ব পায় নি।' (H.R. Lottman, pg.147) গ্রেনিয়ে তাঁকে বারংবার পার্টির দাসত্ব করা থেকে সাবধান করে দিয়েছেন। ১৯৫২ সালে এক বন্ধু সাংবাদিকের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি বলেন - প্রেস আর্টিকল, আলোচকদের লেখা আর তাঁর ভালো লাগছে না। বরং ব্যক্তিক চিঠি ভালো লাগে। বলেন - বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে ক্ষতি করছে, বুদ্ধিজীবিরা কিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে সাম্প্রতিক নিহিলিজম - বুর্জোয়া এবং বিপ্লবী - নিহিলিজমের। এ সময় স্পেনে একদল শ্রমিক নেতাকে মৃত্যুদন্ডের প্রতিবাদে পারীতে এক সভা ডাকা হয়। কাম্যু সেখানে বক্তৃতা দেবেন ঠিক করেন, বেছে দেন- বক্তাদেরও। তাতে সার্ত্র ছাড়াও আরো অনেকের নাম ছিল। কাম্যু চেয়েছিলেন ব্রেতঁ-ও উক্তসভায় বক্তৃতা দিন। কাম্যু Societe Europeenne de culture এর সদস্য, যে সঙ্ঘ কঠোর এবং ভান পন্থী। এ সঙ্ঘে সার্ত্রও ছিলেন। কাম্যু সঙ্ঘকে জানালেন যদি সদস্যরা সক্রিয় না হয়, তাহলে সভ্যপদ রাখার কোনো মানেই হয় না।

১৯৪১ সালে আগস্ট মাসে L' Homme revolte বইয়ের একটি অধ্যায় Nietzsche et le nihilis me ছাপা হল সার্ত্রর পত্রিকা Les Temps Modernes- এ। সম্পাদকমন্ডলীর সভায় বুভোয়া বললেন - আপনারা মনে রাখবেন, কাম্যুর বইটা কিন্তু আলোচনা করা উচিত। সম্পাদকমন্ডলী ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছিল যে বইটি সেকেন্ডহ্যান্ড তথ্যে নির্ভর, সার্ত্র মনে করেছিলেন, কাম্যু এখন সব বিষয় নিয়ে নিয়ে লিখছেন, যা তিনি বোঝেন না, তিনি মার্কস, এঙ্গেলস এর লেখা পড়েন নি। তবে বইটি নিয়ে আলোচনা না করাটা অনুচিত। ফ্রান্সিস জানসনকে বাছা হল - বইটি আলোচনা করার জন্য। জানসন সোরবোন-এ দর্শন পড়েছে, সেও যক্ষ্মা রোগী, সার্ত্রর পত্রিকার ম্যানেজার হয়, মার্লো পন্টি ১৯৫১ - তে ছেড়ে চলে যাবার পর। বইটির সমালোচনা করার নির্দেশ পাবার আগেই তিনি পড়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই কাম্যু সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন সমাধান করতে চান। সার্ত্রর মতো, তাঁরও কম্যুনিস্ট - বিরোধী মানুষদের প্রতি ছিল বিরোধিতা। জনসন যখন আলোচনা লিখছে তখন একটা বারে সার্ত্র কাম্যু সাক্ষাৎহয়। সার্ত্র কাম্যুকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আলোচনা কড়া হতে পারে। কাম্যু অবাকই হলেন। জানসন এর মূল লেখাটি ছিল বেজায় কড়া, সার্ত্র সেটা থেকে মারাত্মক কিছু মন্তব্য বাদ দেন। ১৯৫২ সালের মে মাসের সংখ্যায় লেখাটি বার হল। দক্ষিণ পন্থীদের প্রশংসাসূচক মন্তব্যগুলো তুলে একটু খোঁচা দেওয়া হয়। এই প্রবন্ধ কাম্যুকে এতই আহত, ক্ষুব্ধ করে যে তিনি জীবন সম্পর্কেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর যাবতীয় লেখালিখি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কাম্যুর উত্তর একটা এল পত্রিকা অফিসে। ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসের সংখ্যায় কাম্যুর উত্তর ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী, তারপর সার্ত্রর উত্তর, সেটা কুড়ি পৃষ্ঠা, তারপর জানসন এর প্রাসঙ্গিক লেখা, সেটাও ত্রিশ পাতা। সার্ত্রর উত্তরের মধ্যে ছিল - ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ভাঙনের অনিবার্য দুঃখকরতার কথা। তিনি খোঁচা দিয়ে বলেন - 'কোথায় গেল মেরসো, কাম্যু? কোথায় সিসিফাস? কোথায় ওই ট্রটস্কিবাদীরা, যারা স্থায়ী বিপ্লবের কথা বলে?... 'তোমার মধ্যে একটা তীব্র আনুষ্ঠানিক একনায়কত্ব চেপে বসেছে, যাকে সমর্থন জানাচ্ছে বিমূর্ত বুরোক্রাসি, আর যা নৈতিক নিয়মে শাসনের ভান করেছে।' কাম্যু কেন সমালোচিত হবেন না, তা সার্ত্রর প্রশ্ন। তবে এ কথাও বলেন - তোমার মধ্যে আমাদের সময়ের সংঘাত সংহত হয়েছে, আর তুমি বাঁচার আগ্রহে তা অতিক্রম করেছ। তুমি এমন এক ব্যক্তিত্ব যা সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে সমৃদ্ধ। সার্ত্রর মনে হয়েছে কাম্যু শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া আলোচক জানসেন প্রসঙ্গে পুলিসী কানুন ব্যবহার করেছেন। পত্রিকা জানাল, কাম্যুর জন্য পত্রিকার পাতা খোলা রইল, তবে সার্ত্র আর উত্তর দেবেন না, আর যুদ্ধ করবেন না। তিনি কাম্যুর দারিদ্র, কাম্যুর রচনাশৈলীর pomposity-র নিন্দেই করলেন। পত্রিকাটির এই সংখ্যার অংশ পুনরুদ্ধৃত হল নানা কাগজে। Samedi Soir পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় তিন কলম ব্যাপী হেডলাইন ছাপা হল - 'সার্ত্র কাম্যু

বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল।'

সার্ত্রর পাল্টা আক্রমণে কাম্যু অবাক হয়ে যান, ভীষণ দুঃখ পান সত্য, কিন্তু তিনি বুঝতে পানের নি, এই বিচ্ছেদের পটভূমি তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। দু পক্ষের বন্ধু জাঁ ব্লক মিচেল -এর মতে - 'ওই সব বছরগুলোতে কাম্যু তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। দু পক্ষের বন্ধু জাঁ ব্লক মিচেল - এর মতো - 'ওই সব বছরগুলোতে কাম্যুর সবচেয়ে বেশী কষ্ট এক Lost illusions about the friendship of Sartre - and of pascal Pia.' ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ১৯৫২ তে কাম্যু - সার্ত্র বিতর্ক তুঙ্গে উঠল, কিন্তু সার্ত্র স্তালিন আমলে সোভিয়েত ব্যাপক মানব নিধনের কালেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি কম্যুনিস্টদের পক্ষেই আছেন। জানসন - এর কাম্যু সংক্রান্ত আলোচনা বার হবার পরেই, এবং কাম্যুর উত্তর পত্রিকা দপ্তরে আসার আগেই সার্ত্রর একটি প্রবন্ধ (Les Communistes et la Paix) ওই কাগজেই বেরিয়ে যায়। কাম্যুর উত্তর যে ওই কাগজে বেরুল এটাকে কাম্যুর জীবনীকার Herbert R. Lottman বলেছেন - Coup de grace. কাম্যু উত্তর না দিলেও বিচ্ছেদ হতই। কাম্যুর ধরন ধারণ তাঁদের মনোমত ছিল না। শেষ পর্যন্ত আলজিরীয়া যুদ্ধ বিচ্ছেদকে সুনিশ্চিত করে দিল। বন্ধুত্বের সূচনায় কে কতখানি নিষ্ঠ ছিল যে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। তবে একথা অনেকেই বলেছেন। no true meetings of mind হয় নি। মুক্তি যুদ্ধ পর্বেই তাঁরা কাছাকাছি এসেছিলেন। সার্ত্র এবং তাঁর বন্ধুরা 'অচেনা' এবং 'সিসিফাসের মিথ' বইয়ের black pessimism এর তারিফ করলেও যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন তাঁর বাস্তবতা বা আশাবাদিতা সম্পর্কে ধারণাটা সত্যিকারের কেমন তখন তাঁরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কোনো এক আলোচক বলেছেন - তাঁরা তো সব সময়ই পৃথক মানসিকতার অধিকারী, আর একজন এই বিচ্ছেদের পিছনে পেয়েচেন সার্ত্রর ঈর্ষা। কারণ প্রতিরোধ আন্দোলনে কাম্যুর যে সক্রিয়তা ছিল, সার্ত্রর তা ছিল না। বুভোয়া - ও বলেছেন - প্রকৃত সত্য এই, বন্ধুত্ব ভাঙল নিষ্ঠুরভাবে, তবে অনেকদিন ধরেই বন্ধুত্ব ছিল খুব সামান্যই। আর, আদর্শগত অবস্থান ও বৈপরীত্য তো ১৯৪৫ থেকেই। কাম্যু আদর্শয়িত, নীতিবাদী, কম্যুনিস্ট বিরোধী। অপরপক্ষে সার্ত্র চাইতেন আদর্শয়িত মনোভাবকে খন্ডন করতে। ইতিহাসের মধ্যে বাঁচতে। মার্ক্সবাদের নৈকট্যবশতঃ তিনি চেয়েছেন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে জোট। কাম্যু লড়ে গেছেন কয়েকটি সূত্র (principles) নিয়ে, সার্ত্র বিশ্বাস করেছেন সমাজতন্ত্রে। কাম্যু সমর্থন জানিয়েছেন বুর্জোয়া মূল্যবোধকে, সার্ত্র তা নয়। সার্ত্র রাশিয়ার কাছে, আরো কাছে আসতে চেয়েছেন, কাম্যু এই দেশটার শাসন ত্রাসন পছন্দই করেন নি, তবে তিনি আমেরিকাকেও সমান অপছন্দ করেছেন। তাছাড়া এসব ব্যাপারে কাম্যু সমঝোতা করতে অনাগ্রহী। সার্ত্রর স্বৈরতন্ত্রী সমাজতন্ত্র সমর্থন কাম্যু সমালোচনা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বন্ধুত্বের কারণেই তা করেন নি। অপরপক্ষে, সার্ত্র এক অপ্রকাশিত নোট-এ জানান - 'আমাকে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে হতই, সম্পূর্ণভাবেই।' দুর্ঘটনায় কাম্যুর মৃত্যুর পর সার্ত্র একটি ছোট্ট প্রবন্ধে কাম্যু প্রসঙ্গে লেখেন - সে আর আমি ঝগড়া করেছি। ঝগড়ায় কিছু যায় আসে না, এই ছোট্ট পৃথিবীতে পরস্পরের দিকে নজরদারির মাধ্যমে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। তিনি আমাদের সময়ের moralistes-দের মধ্যে সাম্প্রতিক, ফরাসীদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক। তাঁর দুর্দমনীয় মানবতা, সংকীর্ণ, শুদ্ধ, কঠোর, ইন্দ্রিয়প্রবণ মানবতা যদ্ধ ঘোষণা করেছিল আমাদের ব্যাপক, আকারহীন ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে তীব্র প্রত্যাখ্যানে তিনি ম্যাকিয়াভেলিয়ানদের বিরুদ্ধে, বাস্তববাদের কর্তাদের বিরুদ্ধে, নৈতিক ইস্যুগুলোর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আত্মনিষ্ঠ হয়েছেন। ...তিনি যাই করে থাকুন, যাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকুন, কাম্যু কখনই আমাদের সাংস্কৃতিক সক্রিয়তার প্রধান শক্তির প্রতিনিধিত্ব না করে পারেন না। (The reporter Magazine, February 4, 1960)

Nicola Chiaromonte দুজনের এই রাজনৈতিক কলহ নিয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (Sartre Versus Camus : A Political Quarrel, Partisan Review, xix, No. 6, Now/Dec, 19952). এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করা যাক। কিয়ারোমন্ত - এর মতে, সার্ত্র কাম্যু সংঘাতের প্রকাশ্যতা Les Temps Modernes পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যা নিয়ে, The Rebel জুগিয়েছে ইন্ধন। এই বই সূত্রে কাম্যু প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে, ব্যাখ্যা করেছেন, সার্ত্র এমন কোনো ব্যাখানে যান নি। তবে একসময় জনজীবন ছেড়ে কাম্যু লেখাজীবনে ফিরে যান। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, একটা বুদ্ধিজীবীগত দায়িত্ববোধ, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা যার অংশ জরুরী। রেবেল, কাম্যুর মতে, 'বিপ্লবের আদর্শগত দিক বিষয়ে অধ্যয়ন।' তিনি এখানে রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতো করে কথা বলেন এবং আধুনিক পৃথিবীর বিরুদ্ধে কথা বলেন, কতকটা টলষ্টয়ের মতো। কারণ টলষ্টয় বা কাম্যু মনে করেন, আধুনিক সমাজ হিংসাশ্রয়ী পথে বিকল্প পায় না, তারা নিধন বিশ্বাসী। তবে, কাম্যু ধর্মভাবাপন্ন নন, টলষ্টয়ের মতো। নাজিবাদ এবং স্টালিনবাদ দুটোই কাম্যুর কাছে আক্রমণের বিষয় হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে সার্ত্র কর্তৃক প্ররোচিত জানসনের বক্তব্য ছিল - কাম্যু ইতিহাসবিরোধী, তিনি নিজেকে ইতিহাস প্রবাহের বাইরে রাখতে চান, কাম্যু মনে করেন, ইতিহাস বিপ্লবের পথে আমাদেরকে নিহিলিস্টিক করে তুলছে। জনসনের দ্বিতীয় বক্তব্য - মার্কসবাদ এবং স্টালিনবাদকে সমালোচনা করে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। তৃতীয় বক্তব্য - তৎকালীন পরিস্থিতিতে ইন্দো - চায়না বা টিউনিসিয়া বা শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই জনতাকে সংগঠিত করতে পারে। অতএব, পাটিকে সমালোচনা অনুচিত। চিয়া রোমন্ত ঠিকই বলেন, সার্ত্র ছিলেন অনেক বেশী বুদ্ধিমান। কাম্যু তা ছিলেন না। একজন 'সত্যকার স্বাধীন কম্যুনিস্টের মতো' কাম্যু চেয়েছেন বুর্জোয়াদের পরাজয়, সর্বহারার জয়। এ ব্যাপারে তিনি পার্টির কোনো আদেশ বা পরামর্শ দ্বারা চালিত হননি, তিনি কোনো 'ফ্রন্ট সঙ্ঘের' সদস্য হন নি, মাঝে মধ্যে সই টই করেছেন বটে, কিন্তু কম্যুনিস্ট ব্যাপার স্যাপারকে 'বিশেষ' সাহায্য বলতে যা বোঝায় তা করেন নি। কাম্যু মনে করতেন সোভিয়েত ইউনিয়ন মোটের ওপর সমাজতন্ত্রী, আর কম্যুনিস্ট পার্টি জনগণের পার্টি, সমাজ ন্যায়, শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা পার্টির। তাই তিনি নীতিগতভাবে এ দুটো মানলেও সব বিষয়ে জো হজুর করতে অরাজি ছিলেন। Totalitarian Mentality সে যাদেরই হোক, তাঁর পছন্দ ছিল না। সত্যই কাম্যু থেকে গেছেন - অ্যামেচার কমিউনিস্ট, থেকে গেছেন হ্যামলেটিয় চরিত্র।। সার্ত্র কিন্তু আনুগত্য দেখিয়েছেন কম্যুনিস্ট আদর্শের প্রতি, অবশ্য প্রস্থান ভূমিও তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে অস্তিত্ববাদের সাহায্যে। তবে, তথ্য এই, যে সার্ত্র, কাম্যুর সঙ্গে বিরোধে গেলেন, তাঁকেও একদা মার্লো পন্টির সঙ্গে বিরোধিতার চাপে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬০ সালে ২১২ জনের ইশতেহারে সাক্ষর দিয়ে বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এলিটিস্ট প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। র‍্যাশনাল ভায়োলেনস সার্ত্র খুঁজে পান ১৯৬৮ সালের ছাত্র বিদ্রোহে, নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানে, মাওবাদী পত্রিকার সম্পাদনায়, নিষিদ্ধ পত্রিকা রাস্তায় ফেরি করে বেচতে গিয়ে কারাবরণে। আর একটা ব্যাপার, আমার অনুমান মাত্র। কামু ছিলেন আলজিরীয়, এ দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত sensitive ফরাসী আধিপত্য মেনে নেননি কখনও। সার্ত্র ফরাসী, একটা Superiority Complex কি কাজ করেছে কাম্যু প্রসঙ্গে? এখনও জোর দিয়ে বলতে পারি না।